لا ا له الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৮শ বর্ষ | ৩০ শে নবেম্বর, ১৯৬২ সন | ১৪শ সংখ্যা

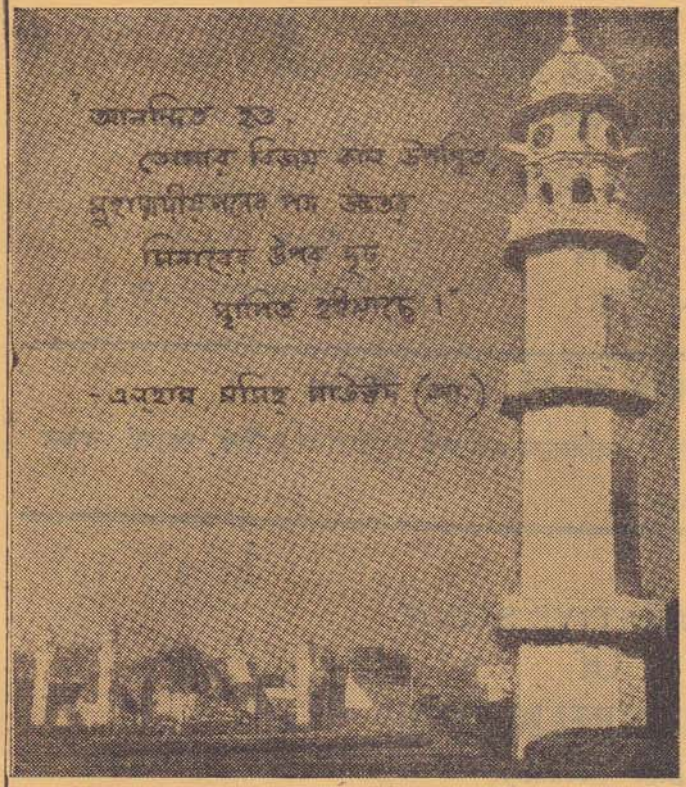

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—
আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আল আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ | প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা
তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ | তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ ..	১
২।	চল্লিশ হাদিস	৪
৩।	বাইবেলের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর বিকৃত ব্যাখ্যা	৭
৪।	নাযের বয়তুল মালের আবেদন ..	২০
৫।	শিক্ষায় ইসলামের বাণী ..	২২
৬।	খোদ্দামের প্রথম সালানা ইজ্‌তেমা ..	২৪

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ্ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদী জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

তহরিক জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ

উভয়েরই নব বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক 'ওয়াদা' করুন এবং বকেয়া থাকিলে তাহা আদায় করুন।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ৩০শে নবেম্বর : ১৯৬২ সন. :: ১৪শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বকরাহ্

(দাদশ রুকু, সাত আয়াত, ৯৮-১০৪)

৯৮। বল : যাহারা জিবরাইলের শত্রু (তাহারা আল্লার শত্রু) কারণ সে (জিবরাইল) আল্লার আদেশে তোমার হৃদয়ে উহা (কোরআন) নাযিল করিয়াছে, যাহা পূর্ব-বর্তী (ধর্ম গ্রন্থ) সমূহের সত্যতা স্বীকার-কারী, সৎপথ দর্শক এবং মুমিনগণের জন্য সুসংবাদ।

৯৯। যাহারা আল্লার শত্রু এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণ, রছুলগণ, জিবরাইল ও মীকাইলের শত্রু, নিশ্চয় আল্লাহ্ (এইরূপ) কাফেরদিগকে (তাহাদের শত্রুতার) সমুচিত শাস্তি দান করিবেন।

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সকল নাযিল করিয়াছি এবং (প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী) পাপিগণ ব্যতীত কেহই উহা প্রত্যাখ্যান করিবে না।

১০১। যখনই তাহারা কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, শুধু কি তাহাদের এক দল তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই (এই প্রতিজ্ঞা পালনে) বিশ্বাস পোষণ করে না।

১০২। এবং তাহাদের সঙ্গে যাহা আছে তাহার সত্যতা স্বীকারকারী মহানবী যখন আল্লার নিকট হইতে তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন, যাহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছে তাহাদের এক দল তখন আল্লার কিতাবকে নিজেদের পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল যেন তাহারা (এই রছুল সম্বন্ধে) কিছুই জানে না।

১০৩। অধিকন্তু কতিপয় শয়তান (দুষ্ট ইহুদী দলপতি) সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচারণা করিত, এই ইহুদীরা (মুহাম্মদ রসুলুল্লহ্‌র বিরুদ্ধে) সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অথচ সুলায়মান কখনও ঈমানের পরিপন্থী আচরণ করেন নাই, পরন্তু ঐ শয়তানগুলিই (দুষ্ট ইহুদী দলপতিরা) কুফ্‌র অবলম্বন তাহারা লোকদিগকে যাদু দিত এবং এই ইহুদীরা উহারও করিয়াছিল, অনুসরণ করিতেছে যাহা বাবিলে হারুত শিক্ষা মারুত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের (তুল্য লোকদ্বয়ের) উপর যাহা নাযিল করা হইয়াছিল এবং ফিরিশ্‌তাদ্বয় কাহাকেও কোন কিছু শিক্ষা দিত না যে পর্যন্ত বলিত যে, 'আমরা (খোদার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য) পরীক্ষায় স্থল। অতএব তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা (কোন নবীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া) কাফের হইও না এবং সেই ইহুদীগণ উভয় ফিরিশ্‌তাদ্বয় হইতে এমন সব কথা শিক্ষা করিত, যাহার সম্বন্ধে তাহারা পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ করিত এবং তাহারা আল্লার অনুমতি ব্যতীত (শিক্ষা প্রাপ্ত বিষয়ের অপপ্রয়োগ করিয়া) কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। এবং তাহারা উহাই শিক্ষা করিতে থাকে, যাহা তাহাদের জন্য অপকার জনক এবং সামান্য উপকার জনকও নহে। এবং তাহারা নিশ্চয়ই এ কথা জানিত যে, যাহারা ইহা গ্রহণ করে তাহদের জন্য পরকালে কোন অংশ নাই। এবং উহা কতই না মন্দ, যাহার বিনিময়ে তাহারা আত্ম-বিক্রয় করিয়াছে। যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত (তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত)।

ত্রয়োদশ রুকু ; নয় আয়াত , ১০৪ — ১১৩

১০৪। এবং যদি তাহারা (সমাগত নবীর উপর) ঈমান আনয়ন করিত এবং তক্‌ওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লার

নিকট হইতে নিশ্চয় উত্তম পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত, (তাহা হইলে উহা বুঝিতে পারিত)।

১০৫। হে মুমিনগণ তোমরা "রায়েনা" বলিও না বরং "উন্‌যুরনা" বলিও এবং (নবীর কথা) মনোযোগ দিয়া শুনিও। এবং (বিদ্রূপ কারী) কাফেরদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি (অবধারিত) আছে।

১০৬। গ্রন্থধারিগণের মধ্যে যাহারা কাফির হইয়া গিয়াছে এবং মুশরিকগণ (কেহই ইহা পছন্দ করে না যে, তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন মঙ্গল নাযিল হউক। এবং আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার করুণা দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া থাকেন। এবং আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহের মালিক।

১০৭। আমি যে কোন আয়াতকে রহিত করিয়া দেই, অথবা ভুলাইয়া দেই—তাহার চেয়ে অধিকতর উত্তম অথবা তাহারই মত অন্য আয়াত আনয়ন করিয়া থাকি। হে প্রতিবাদকারী) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক শক্তিমান?

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্যের এক মাত্র মালিক আল্লাহ্‌। তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু নাই এবং অন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

১০৯। অথবা তোমরা কি তোমাদের রছুলকে সেইভাবে প্রশ্ন করিতে চাও, যেভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল? এবং যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করে, নিশ্চয় সে সরল পথ হারাইয়া ফেলে।

১১০। অধিকাংশ গ্রন্থধারী তাহাদের নিকট সত্য সুপ্রকাশ হওয়ার পরও নিজেদের মনের বিদ্বেষ বশতঃ ইচ্ছা পোষণ করে যে, যদি তোমাদিগকে ঈমান আনয়ন করার পর আবার কাফির করিয়া লইতে পারিত! পরন্তু তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং ছাড়িয়া দাও, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাঁহার মীমাংসা নিয়া আসেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ (তাঁহার অভিপ্রেত) প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক শক্তিমান।

১১১। এবং তোমরা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও যাকাত প্রদান কর এবং তোমরা নিজেদের জন্য পূর্ব হইতে যে পুণ্য সঞ্চয় করিবে, তাহার (প্রতিফল) আল্লাহ্‌র সমীপে প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের কার্য কলাপ সম্যক দর্শন করিতেছেন।

১১২। এবং তাঁহারা বলে ইহুদী বা খৃষ্টান না হইলে কেহ কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা তাহাদের (কাল্পনিক) দুরাশা মাত্র। তুমি বলঃ (হে

মুহাম্মদ) "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের (দাবীর) প্রমাণ উপস্থিত কর "

১১৩। হাঁ, যে ব্যক্তি আল্লার সমীপে আত্মসমর্পন করে, পুন্য কার্যও করিতে থাকে, তাহারই জন্য তাহার প্রভুর সকাশে পুরস্কার নির্দিষ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের (ভবিষ্যতের) কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহার (অতীতের) কোন চিন্তাও করিবে না।

চল্লিশ হাদিস

হযরত মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ আহ্‌সান সাহেব আমরোহী
(রাযি আল্লাহু আন্‌হু)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ হাদিস
শতাব্দীর মুজাদ্দেদ

عن ابی هريرة قال فيما اعلم عن رسول الله صلعم ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها— رواه الابو داود هكذا فی المشكوة فی كتاب العلم و رواه الحاكم فی المستدرك-

[আন্ আবি হুরায়রাতা কালা ফিমা আ'লামু আন্-রাসুলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামা ইন্নাল্লাহা ইয়াব্‌আসু লে-হাযেহিল্-উম্মাতে আ'লা রাসে কুল্লে মিয়াতা সানাতিন্ মাঁইয়ুজাদ্দেহু লাহা দ্বীনাহা। রাওয়াহু আবু দাউদ। হাকাযা ফিল্-মিশ্‌কাতে ফি কিতাবিল্-এল্‌মে ওরাওয়াহুল-হাকেমু ফিল্ মুস্তাদ রকে]

অনুবাদ — হযরত আবু হুরায়রাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলিয়াছেন, 'যে সকল হাদিস আমি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হইতে জানি তার মধ্যে হইতেছে: "নিশ্চয় আল্লাহ্-তা'লা এই উম্মতের মঙ্গলার্থে প্রত্যেক শত বর্ষের শিরোভাগে এমন ব্যক্তি আবির্ভূত করিবেন, যিনি উহার জন্য উহার ধর্ম

ইস্‌লামকে তাজা করিয়া দিবেন।" এই হাদিস আবু দাউদ রেওয়াএত করিয়াছেন। সেইরূপ মিশ্‌কাত শরীফে 'কিতাবুল এলমে' আছে। মুহাদ্দিস হাকিম ইহাকে তাঁহার 'মুসতদ্‌রিক নামক হাদিস সংগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন।

তশরীহ্‌ ঃ

বর্তমান ইস্‌লামী চৌদ্দ শতের পনর বৎসর (এখন ৮২ বৎসর—সঃ আঃ) অতিক্রম করিতেছে। (শীঘ্রই) পনর শত আরম্ভ হইবে। পরম সত্যবাদী সংবাদ-দাতা যে ভবিষ্যদ্বাণী এই সহীহ্‌ হাদিসে করিয়াছেন, ইহা (নাউযুবিল্লাহ্‌) কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। হযরত আক্‌দাস মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব্‌ ব্যতীত অন্য কোন মুজাদ্দিদ এখন এই পদের কর্তব্য পালন করিতেছেন বলিয়া উপস্থিত নাই। সুতরাং প্রত্যেকেই যিনি খোদা ও রসুলের উপর ইমান রাখেন, তাঁহার কর্তব্য শত শত ঐশী নিদর্শন ও আল্লাহ্‌-তা'লার 'আয়াত' যে বরহক ইমামের সত্যতার সমর্থন করিতেছে, তাঁহাকে স্বীকার করেন। নচেৎ অনুতাপ করিতে হইবে। আল্লাহ্‌-তা'লারই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই আমাদিগকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন না করিলে আমরা পথ প্রাপ্ত হইতাম না।

পঞ্চম হাদিস

মসিহ্‌ মাওউদের কার্য

মসিহ্‌ মাওউদের গুণাবলী সম্বন্ধে সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুস্‌লিমে সম্মিলিতভাবে বর্ণিত আহাদিসে এই গুণগুলিও লিখিত আছে ঃ—

يكسر الصليب و يقتل الخنازير

['ইয়াক্‌সেরুস্‌ সালীবা ও ইয়াক্‌তুলুল্‌-খিন্‌যীরা'] "তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবেন এবং শূকর বধ করিবেন।"

হাদিসের ব্যাখ্যাকারিগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

اى يبطل دين النصرانية بالحجج و البراهين قاله الطيبى وغره

('আই ইরাবতুলু দ্বীনান্‌ নাস্‌রানিয়াতে বিল্‌ হুজাজে ওয়াল্‌-বারাহীনে কালাহুৎ-তিবিয়ু ওগাইরাহু') অর্থাৎ, "তিনি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্ম বাতিল করিবেন—এ কথা ব্যাখ্যাবিদ্‌ তিবী প্রভৃতি বলিয়াছেন।" এই হাদিস সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিম উভয়ের সম্মিলিত বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মসিহ্‌ মাওউদের সময়ে ক্রুশ পূজার প্রাধান্য ঘটিবে। তখন পৃথিবী ব্যাপী খৃষ্টান ধর্ম—ক্রুশ ইহার প্রতীক—বিস্তার লাভ করিবে। যদি বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাদের বিদ্বেষ চিন্তাকে কিছু ক্ষণের জন্য বাদ দিয়া ঐ সকল বিষয়ের প্রতি নজর করেন, যদ্দারা হযরত আক্‌দস্‌

মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সাল্লাম 'ক্রুশ-ভাঙ্গা' এবং 'শূকর কতল' কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, তবে নিশ্চয়ই তস্‌দিক করিবেন যে মসিহ্ মাওউদ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ আলাইহেস্ সালামের মধ্যে এই হাদিসের সত্যতা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, এই হাদিসের গর্ভস্থ 'আব্‌জাদ সংখ্যা' ১৮৯৭ সনের প্রতি চিন্তা করিলে 'ক্রুশ-ভাঙ্গা' এবং 'শূকর কতলের' সময়ও নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'লারই যাবতীয় প্রশংসা।

['আবজাদ হিসাব' অনুযায়ী এই হাদিসের প্রত্যেকটি অক্ষরের সংখ্যা সকলের সুবিধার্থে আমরা নিম্নে দিয়া দিলাম :—

'ইয়াক্‌সেরুস্-সালীবা'		'ও'	'ইয়াক্‌তুলুল্-খিন্‌যীরা'	
ى	১০		ى	১০
ق	২০		ق	১০০
س	৬০		ت	৪০০
ر	২০০		ل	৩০
ا	১		ا	১
ل	৩০		ل	৩০
ص	৯০		خ	৬০০
ل	৩০		ن	৫০
ى	১০		ز	৭
ب	২	و=৬	ى	১০
	৪৫৩	+ ৬ +	ر	২০০
				১৪৩৮

সুতরাং, ৪৫৩+৬+১৪৩৮=১৮৯৭ সর্ব মোট সংখ্যা। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের জীবনী হইতে পাঠক হযরত আমরোহী সাহেবের উল্লিখিত সংকেতের সারমর্ম উদ্ধার করিতে পারেন। এক দিকে রহিয়াছে এই সন, অন্য দিকে সনের ঘটনা প্রবাহ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী।—সঃ 'আহ্‌মদী']

বাইবেলের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর 'বাহাই' কর্তৃক বিকৃত ব্যাখ্যা

—হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ সানী
(আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা)

যুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক জন পত্র লিখক বাইবেলোক্ত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী সংগ্রহ পূর্বক জানাইয়াছেন যে, বাহাইগণ এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা 'বাহাউল্লাহ্র' সম্পর্কিত হওয়ার দাবী করে। পত্র লিখকের উদ্ধৃত বিষয়গুলির সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

[এক]

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'বাব' নির্ধারিত সময় ১৮৪৪ সনে আবির্ভূত হন।

দানিয়েল, ২ : ৭, প্রকাশিতবাক্য ১ : ৯-১১ "ইহা এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কালে হইবে **** এই সকল সিদ্ধ হইবে।"

"এক কাল" হইতেছে ৩৬০ দিন জ্যোতিষিক গণনা অনুসারে।

"এক দিন" ভবিষ্যদ্বাণীতে 'এক বৎসর' [যিহিষ্কেল, ৪ : ৬]

এক কাল	৩৬০ বৎসর
[দুই] কাল	৭২০ "
অর্ধ	১৮০ "
	১২৬০ বৎসর।

চান্দ্র-বৎসর (৩৫৪ দিনে এক বৎসর) কিংবা ১২২২ সৌর বৎসর শেষ ঐশী-বাণী মতে :

মুসলমানী হিসাবের বৎসর ৬২২ খৃঃ সন হইতে আরম্ভ করিয়া

১২২২ যোগক্রমে

১৮৪৪ খৃঃ অব্দ

১। যদি এক 'কাল' দ্বারা এক সূর্য বৎসর বুঝায়, তবে তাহা ৩৬৫ দিন। সুতরাং সাড়ে তিন 'কাল' অর্থ ১২৭৭ সৌর বৎসর। যদি 'কাল' দ্বারা চান্দ্র বৎসর বুঝায়, অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে বৎসর, তবে সাড়ে তিন 'কাল' অর্থ ১২৩৯ চান্দ্র বৎসর। পৃথিবীতে শুধু এই দুই প্রকার—অর্থাৎ সৌর বা চান্দ্র গণনা দ্বারা সময়ের হিসাব করিবার রীতি আছে। এই দুই

প্রকার গণনার কোন গণনা অনুসারে 'বাব' আগমন করেন নাই। তিনি ১২৭৭ খৃঃ সন (সৌর) কিংবা ১২৩৯ হিজরীতে (চান্দ্র) আবির্ভূত হন নাই।

যদি 'কাল' দ্বারা বিশেষ কোন বিজ্ঞান মতে বিশেষ সময়কে বুঝায়, তবে সেই বিজ্ঞান হইতে নির্ভরযোগ্য বরাত উদ্ধৃত করিতে হইবে। কোন উত্তম প্রসিদ্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতে হইবে যে, 'কাল' দ্বারা ৩৬০ দিন বুঝায়। তারপর, 'কাল' অর্থ ৩৬০ দিন ধরিয়া সম্পূর্ণ 'কাল'কে ১২৬০ চান্দ্র বৎসর মনে করা ভুল। চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিনে হয়, ৩৬০ দিনে নয়। যুক্তিটি স্বতঃ-বিরোধী (Self-contradictory). একই যুক্তিতে দুই প্রকার গণনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোন সন্দেহ নাই, জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচার অনুসারে 'কাল' ৩৬০ সৌর বর্ষ বুঝায়। ['মিফতাহুল্ সাআদাৎ,' প্রথম জেলদ্, ৩২২ পৃঃ, 'জমিয়াতুল্ লুগাত'—'দাওর' শব্দ শীর্ষাধীনে দ্রষ্টব্য] এই হিসাবে ৩½ 'কাল' অর্থ ১২৬০ চান্দ্র বৎসর নয়, বরং ১২৬০ সৌর বৎসর। বস্তুতঃ, পত্র লিখকও ইহাই স্বীকার করেন। এখন ১২৬০ সৌর বৎসর ১৩০০ চান্দ্র বৎসরের সমান। কিন্তু 'বাব' এই হিসাব মত ১৩০০ হিজরীতে আবির্ভূত হন নাই। পক্ষান্তরে, ঠিক ৩০০ হিঃ (১৮৮২ খৃঃ সন) হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতুওয়াস্ সালাম 'মামুর' (বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) হওয়ার দাবী প্রকাশ করেন। ['কেতাবুল্ বারিয়া,' ১৬৮ পৃঃ; 'সিলসিলা আহ্‌মদীয়া,' ২০ পৃঃ] আরো বিবেচনার বিষয় এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ৬২২ খৃঃ সন হিজরত করেন এবং তখন হইতেই হিজরী সন গণনা আরম্ভ হয়। ইহার ১২৬০ সৌর বৎসর পর আহ্‌মদীয়া সিল্‌সিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম তাঁহার দাবী ঘোষণা করেন। ১২৬০ এর সহিত ৬২২ যোগ করিলে ১৮৮২ হয়।

২। একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যার সমাধান আবশ্যক। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের জন্য ইতিহাসের কোথা হইতে 'কাল' গণনা করিতে হইবে? যদি আমরা ভবিষ্যদ্বাণীকারী দানিয়েল নবী হইতে গণনা আরম্ভ করি, তবে 'বাবের' মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় না। যদি আমরা খৃষ্টীয় সন হইতে গণনা আরম্ভ করি, ভবিষ্যদ্বাণীটি 'বাবের' জন্য খাটে না। যদি আমরা হিজরী সন হইতে গণনা করি, তবু বাবের সহিত এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, যেমন উপরে দেখান হইয়াছে।

৩। জ্ঞাত তুলা-দণ্ড এবং সর্বজন স্বীকৃত গণনা পদ্ধতি অনুসারে দানিয়েল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী 'বাবের' প্রতি প্রয়োজ্য নয়। 'বাবও' এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কোন দাবী উপস্থিত করেন নাই। ভবিষ্যদ্বাণীটি আহ্‌মদীয়া সিল্‌সিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্

সালাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে। অর্থাৎ সর্ববাদী স্বীকৃত গণনা প্রণালী অনুসারে মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ পূর্বক তাঁহার আগমন ইহার সমর্থিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি 'হকিকতুল অহীর,' ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

দানিয়েল নবীর কেতাবে প্রতিশ্রুত মসিহ্ আবির্ভূত হওয়ার যে সময় লিখিত আছে, খোদা আমাকে সেই সময়েই পাঠাইয়াছেন। আরো লিখিত আছে যে ***১২৯০ দিন হইবে। ধন্য সেই যে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করে। *** এই অধম সেই সময়েই আগমন করিয়াছে। *** ইহা আশ্চর্য জনক। আমি ইহাকে খোদা-তা'লার একটি নিদর্শন বলিয়া জ্ঞান করি যে, ঠিক ১২৯০ হিজরীতে খোদা-তা'লার তরফ হইতে এই অধম বাক্যালাপ করিবার সম্মান লাভ করে। ['হকিকতুল্-অহী' ১৯৯ পৃঃ]

নোট :—স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হযরত মসিহ্ মাওউদ মীর্যা গোলাম আহ্মদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ১২৯০ হিঃ মুতাবেক খৃঃ ১৮৭২ সন আল্লাহ্-তা'লার অহী লাভ করেন। ['তয্কেরা,' ১২-২০ পৃঃ] তিনি মামুর (প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) হওয়ার সর্ব প্রথম এলহাম প্রাপ্ত হন ১৩০০ হিজরী অর্থাৎ ১৮৮২ খৃঃ সন। ইহাও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে, রসুল করীম সাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেও মসিহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসিহ্) আবির্ভাবের সময় ইহাই নির্ধারিত ছিল।

৪। দানিয়েল নবীর এই ভবিষ্যদ্বাণী 'দানিয়েল,' ১২ অধ্যায় ৭-১৩ পদে বর্ণিত হইয়াছে। মনোপুরুষকে যোগ দিয়া ভবিষ্যদ্বাণীটির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে, আমরা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ চিনিয়া নিতে পারি। কারণ, "ইহা এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কালে হইবে' বাক্যের পরেই আছে, "পবিত্র জাতির বাহু ভঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে এই সকল সিদ্ধ হইবে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আহ্মদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসিহ্ হযরত আহ্মদ আলাইহেস্ সালাম ১২৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার মাত্র ৪ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১২৪৬ হিঃ পাঞ্জাবের মুক্তি আনিতে গিয়া গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহ্মদ বেরেলবী সাহেব শহীদ হন। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সাল্লাম হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সাহেবকে তাঁহার 'অগ্রদূত' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। মসিহ্ মাওউদের (আঃ) জন্মের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে পাঞ্জাব মুসলমানদের অধিকার-চ্যুত হইয়া শিখদের করতলগত হয়।

রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতিও এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োজ্য। কারণ দানিয়েল নবী তাঁহার প্রায় ২৬০ সৌর বৎসর এবং ১৩০০ চান্দ্র বৎসর পূর্বে আগমন করেন। বাইবেলের ভাষ্যকারকেরা অনুমান করেন যে, দানিয়েল নবী যিশু খৃষ্টের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৬২২ খৃঃ সনে

রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হিজরত করেন। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সময়ের যে সাধারণ আবস্থা ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রসুল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আগমন সময়ের সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক মিল আছে। সাধু ও পবিত্র ব্যক্তিগণের শক্তি, ধর্মের মহান শিক্ষক ও নবীগণের সম্মান রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লামের হিজরতের প্রক্কালে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। কোরআন করীমের ভাষায় 'জল ও স্থল' উভয়ই বপ্রবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এক জন সংস্কারক মক্কা হইতে বাণী প্রচার করিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও বহিষ্কৃত করা হয়। তারপর, ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত হইয়াছিল ঃ

"অনেকে আপনাদিগকে পরিষ্কৃত ও
শুক্ল করিবে এবং পরীক্ষা-সিদ্ধ হইবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশ রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম দশ সহস্র সহচর সহ মক্কা আক্রমণ করিলে, পূর্ণ হয়। কোরআন করীমে সাহাবা কেরাম সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা সাধুপথ ও পুণ্যকে ভালবাসিতেন। স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে পবিত্রকারী' বলিয়া কোরআন করীমে অ্যাখ্যায়িত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল অন্যকে পবিত্র করা।

তারপর, দানিয়েল নবীর আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখিত আছে ঃ—

"The daily Sacrifice shall be taken away and idols will be smashed."

অর্থাৎ, "ঐ সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত হইবে এবং প্রতিমা ধ্বংস হইবে।"

এই বিবরণও রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে খাটে। তিনি কা'বার মূর্ত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। "নিত্য নৈবেদ্য"ও তিনি রহিত করেন। অর্থাৎ "অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ" এবং হযরত মুসার শরীয়ত রসুল আকারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও অলিহী ও সাল্লামই রহিত করেন। [যাত্রা পুস্তক,' ২৯ ঃ ৩৮—৪২]*

---

* "অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ" সম্বন্ধে বাইবেলে লিখিত আছে ঃ—

৩৮ "সেই বেদীর উপরে তুমি এই বলি উৎসর্গ কবিবে ;

৩৯ "নিয়ত প্রতি দিন এক বর্ষীয় একটি মেষ-শাবক ; একটি মেষ-শাবক প্রাতঃকালে "উৎসর্গ করিবে, ও একটি সন্ধ্যা কালে উৎসর্গ করিবে।

৪০ "আর প্রথম মেষ-শাবকের সহিত উখলিতে প্রস্তুত হিন পাত্রের চতুর্থাংশ তৈলে "মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশে "দ্রাক্ষা রস দিবে।

বস্তুতঃ, দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী গণনার দিক, সাধারণ বর্ণিত অবস্থার দিক এবং ইহা সাধারণ অনুসাঙ্গিক বিষয়-বস্তুর দিক হইতে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আগমণের প্রতি প্রয়োজ্য। তারপর, ইহা তাঁহার দ্বিরাগমন, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসিহের প্রতি প্রয়োজ্য। সুতারাং, ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রভূ ও ভৃত্য উভয়ের প্রতিই প্রয়োজ্য। ইহা 'বাবের' জন্য খাটে না। বিদিত কোন গণনা প্রণালী দ্বারা, কিংবা ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত সাধারণ অবস্থার আলোকে—এক কথায়, কোন প্রকারেই ইহা 'বাবের' সহিত খাপ খায় না।

৫। মথি, ২৪ : ১৫ পদে এই ভবিষ্যদ্বাণী মসিহের পুনরাগমন সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে মথির (St. Matthew এর) মতেও দানিয়েল নবীর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত মসিহ সম্বন্ধে করা হইয়াছে।

৬। দানিয়েল, ৭ : ২৪—২৫ পদে ভবিষ্যদ্বাণীট আরো বিস্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে : -

২৪ ***"তাহাদের পরে আর এক জন উঠিবে, সে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের হইতে ভিন্ন হইবে,

২৫ *** সে পারৎপরের বিপরীত কথা ক'হবে, পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, এবং নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে, এবং এক কাল [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে।"

যদি কোন ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুমান করা অবৈধ নয়, তবে তাঁহাদের অনুমান কেন গৃহীত হইবে না—যাঁহারা বলেন যে দানিয়েলের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ব্যক্তি ৩½ 'কাল' পরে অসিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে—'বাব' কিংবা 'বাহাউল্লাহ্ই' সেই ব্যক্তি ? অন্ততঃ এইটুকু সত্য যে, 'বাব' ও 'বাহাউল্লাহ্' উভয়েই ইস্‌লামী শরীয়ত পরিবর্তন ও রহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরাৎপরের বিপরীত কথা কহিয়াছেন।

---

৪১ "পরে দ্বিতীয় মেষ-শাবকটি সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে, এবং প্রাতঃকালের "মাতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও সদা প্রভুর উদেশ্যে

৪২ "সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবে। ইহা তোমাদের পুরুযানুক্রমে নিয়ত "(কর্ত্তব্য) হোম ; সগাগম-তাম্বুর দ্বার সমীপে সদা প্রভুর সম্মুখে, যে স্থানে আমি "তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমার কাছে দেখা দিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]।"

(বাইবেল, যাত্রা পুস্তক, ২৯ অধ্যায়) —সঃ আহ্‌মদী।'

[দুই]

'প্রকাশিত বাক্য', ১১ : ৩ :

"আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে কার্য্য দিব, তাঁহারা চট পরিহিত হইয়া এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্য্যন্ত ভাববাণী বলিবেন" *** অর্থাৎ ১২৬০ দিন বা বৎসর।

এই দুই জন সাক্ষী হইতেছেন মুহাম্মদ ও আলী। 'বাবের' আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ১২৬০ চান্দ্র বৎসর।

বিচার

যিরূশালেমের ধ্বংস সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী। বাইবেলের ভাষ্যকারকেরা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ৭০ খৃঃ সন যিরূশালেম রোমক সম্রাট টিটাস কর্তৃক ধ্বংস হয়। তখন পবিত্রতম স্থানে প্রধান অলিম্পিয়ান দেবতা জিয়ুসের পূজা আরম্ভ হয় এবং ৪২ মাস পর্যন্ত সহরটি অন্ধকার থাকে। ৪২ মাস প্রথমে বর্ণিত হওয়ার পর মাসগুলি দিনে পরিণত করায় প্রকাশ পায় যে, উদ্ধৃত বাক্যে এক 'দিন' সাধারণ দিনকেই বুঝায় এবং ধর্ম পুস্তকাবলীর (Scriptures এর) সাধারণ রীতি অনুযায়ী এক বৎসর বুঝায় না। এক বৎসর বুঝাইলে ৪২ মাসের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।*

ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ঘটনাবলী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম কিংবা চতুর্থ খলিফা হযরত আলী কর্‌রমুল্লাহু ওয়াজ্‌হাহুর সময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। হযরত আলী নবুওতের ব্যাপারে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অংশী ছিলেন না। হযরত আলীর প্রতি কোরআন করীমের কোন অংশ অবতীর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ, হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাজি আল্লাহু আনহু) 'নবী' হওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্ট বিরুদ্ধ-উক্তি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম করিয়াছেন। তারপর, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে পরে বলা হইয়াছে :

৭ "তাঁহারা আপনাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলে পর, অগাধলোক হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, আর
৮ তাঁহাদিগকে জয় করিয়া বধ করিবে। আর তাঁহাদের শব সেই মহানগরের চকে পড়িয়া থাকিবে, যে নগরকে আত্মিকভাবে সদোম ও মিসর বলে, আবার যেখানে তাঁহাদের
১০ প্রভু ক্রশারোপিত হইয়া ছিলেন।**আর পৃথিবী-নিবাসীরা তাঁহাদের বিষয়ে আনন্দিত হইবে, আমোদ-প্রমোদ করিবে ও পরস্পর উপঢৌকন পাঠাইবে, কেননা এই দুই ভাববাদী পৃথিবী নিবাসীদিগকে যন্ত্রনা দিতেন।"
['প্রাকাশিত বাক্য', ১১ : ৭-১০]

যে সকল ঘটনা এখানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কখনো রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে

* "বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলন করিবে।" [প্রকাশিত বাক্য, ১১ : ২]

ও সাল্লাম, কিংবা হযরত আলী রাযী আল্লাহু, আন্হু সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না। কোন্ অদ্ভুত পশু (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল? তাঁহাদের শব কখন সদোম ও মিসর নামক মহানগরের চকে নিপতিত রহিয়াছিল? কে তাঁহাদের প্রভু, যাঁহাকে ক্রুশারোপত করা হইয়াছিল? তাঁহারা কি কখনো বিশ্ব-বাসীকে যন্ত্রনা দিয়াছিলেন যে, উহার প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে আনন্দিত হইল? এই সবগুলি নিছক অনুমান। যদি কোন অনুমানকে সত্য মনে করা যায়, তবে অন্য একটা অনুমানকেও সত্য মনে করিতে দোষ নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে, 'মুহাম্মদ আলী বাব,' কিংবা 'বাহাউল্লাহ্'-ই উল্লেখিত অগাধলোক হইতে উত্থিত অদ্ভুত পশু। এই সংকেতের পিছনে কোন কোন বিষয় আছে। আমরা 'প্রকাশিত বাক্য, ১৩ অধ্যায়, ১-৬ পদে উল্লিখিত অদ্ভুত পশু সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাগুলিও পাঠ করি:

"আর এমন এক মুখ তাহাকে প্রদত্ত হইল, যাহা দর্প ও ঈশ্বর নিন্দা করে এবং তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল, তাঁহার নামের ও তাঁহার তাম্বুর, এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিতে লাগিল।" ['প্রকাশিত বাক্য,' ১৩: ৫-৬]

[তিন]

কোরআন ৩২:

"এক দিন যাহার দৈর্ঘ্য তোমাদের গণনার এক সহস্র বৎসর হইবে।" শেষ ইমামের ২০ বৎসর পর আধ্যাত্মিক কুল শেষ হয় ১২৬০ হিজরী ১৮৪৪ খৃঃ সন।

বিচার

বাহাইগণ দাবী করে যে, 'বাব' ১২৬০ হিজরীতে আবির্ভূত হন। ১০০০ বৎসরের সহিত ২½ শতাব্দী যোগ পূর্বক ইহা পাওয়া যায়। কিন্তু ২½ শতাব্দী যোগ করিতে হইবে কেন? যদি ১০০০ বৎসর 'আধ্যাত্মিক অবনতির' সময়ের প্রতি নির্দেশ করে এবং ২½ শতাব্দী 'আধ্যাত্মিক মঙ্গল' সময়কে বুঝায়, তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে আধ্যাত্মিক মঙ্গল তিন শতাব্দী ব্যাপী বিদ্যামান থাকিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ১২৬০ বৎসর পর নহে, ঠিক ১৩০০ বৎসর পর প্রতিশ্রুত মসিহের আগমনে পূর্ণ হইয়াছে।

[চারি]

কোরআনের কোথাও আছে:

"তিনি ৬০ সন প্রকাশিত হইবেন এবং তাঁহার নাম নাম অতিশয় মহান হইবে।"

বিচার

কোরআন করীমে এই প্রকার কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই। মনে হয়, কোন চতুর বাহাই ইহা আবিষ্কার বা তৈরী করিয়াছে।

[পাঁচ]

বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩ অধ্যায় :—

২ "সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ;

পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন,

দশ সহস্র সাধু সহ আসিলেন ; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।"

বিচার

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্-তা'লার তিনটি জ্যোতির্বিকাশের কথা বর্ণিত হইয়াছে। একটি জ্যোতিঃ বিকাশ হইয়াছিল সীনয় পর্বতে হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের নিকট। ['যাত্রা পুস্তক', ১৯:৩] দ্বিতীয় প্রকাশ হইয়াছিল সেয়ীর পর্বতে হযরত ঈসার (আ.) নিকট। তৃতীয় বিকাশ হইয়াছিল 'পারণ' বা 'ফারাণ' পর্বতে। মক্কা ও মদীনার অন্তর্বর্তী পর্বত শ্রেণীর নাম 'ফারাণ'। আরব ভূগোলবেত্তাগণ মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত উপত্যকাকে 'ফারাণ' বলিয়া। বাইবেল পুরাতন নিয়মের বিবৃতি অনুসারে হযরত ইস্‌মাইল এই উপত্যকায়ই বাস করিতেন। ['আদিপুস্তক', ২১ : ২০] শাব্দিক হিসাবেও 'ফারাণ' অর্থ 'বিজন ভূমি'। মক্কার পার্শ্বস্থ ভূমি সম্বন্ধে কোরআন করীমেও এই বিবরণই প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং, তৃতীয় জ্যোতিঃ বিকাশ রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে এবং 'দ্বিতীয় বিবরণ,' তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীও রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের-ই সম্বন্ধে করা হইয়াছে। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র পবিত্র সাধু ছিলেন। কোরআন করীমের বর্ণনা অনুসারে তাঁহাদের হাত আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পিত ছিল"। [৪৮ঃ ১০] কোরআন করীমের এই বিবৃতি বাইলে-লোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলির সহিত মিশে :—

"তাঁহার পবিত্রগণ সকলে তোমার হস্তগত"

['দ্বিতীয় বিবরণ,' ৩৩ : ৩]

তারপর, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের "দক্ষিণ হস্তে এক অগ্নিময় ব্যবস্থা" ছিল [ঐ, ৩৩ : ২] এবং উহা হইতেছে কোরআন করীম। সুতরাং, ভবিষ্যদ্বাণীর সবিশদ বিবরণ তাঁহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ হয়। এই পর্যন্ত অন্ততঃ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে 'বাব' কিংবা

'বাহাউল্লাহ্‌র' প্রতি প্রয়োগ শুধু যুক্তিহীন কল্পনাই নহে, ইতিহাসেরও সম্যক বিরোধী। পত্র লিখক দাবী করেন যে, 'বাহাউল্লাহ্' দাবী করিবার পূর্বে 'বাব' ১০, ০০০ পবিত্র সাধু তাঁহার পার্শ্বে একত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায়? এই ১০,০০০ পবিত্র সাধুর প্রতি ইতিহাস হইতে কেহ কোন মহান ক্রিয়া আরোপ করিতে পারে কি? ইহরা কি ঐ সব পবিত্র সাধু যাহারা 'বাব' প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর ভয়ে পালাইয়াছিল এবং পশ্চাদ্ধাবন হইতে পরিত্রাণার্থে লুকাইয়াছিল? ইহারা কি তাহারাই, যাহারা বাহাউল্লাহ্‌র ভ্রাতা (বিদ্রোহী ভ্রাতা সঃ আঃ) 'সুবেহ আজলের' সহিত যোগদান করিয়াছিল?

[ছয়]

যিহিষ্কেল, ৪৩ : ২-৪

> "আর সদা প্রভুর প্রতাপ পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের পথ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।" বাহাউল্লাহ্, 'আল্লাহ্‌র প্রতাপ' (ইহা বাহাউল্লাহ্ শব্দের অনুবাদ) 'বাব' অর্থ দ্বার।

বিচার

'বাব' ও 'বাহাউল্লাহ্‌র' সহিত এই উদ্ধৃতির কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া নির্ধারণ করা যায় না। যাহা পরিষ্কার—তাহা এই যে, যিহিষ্কেল নবী তাঁহার একটি স্বপ্ন ও উহা ফলিবার উপায় বর্ণনা করিতেছেন। 'কবার' নদীর তীরে থাকিয়া তিনি এই স্বপ্ন দর্শন করেন। তিনি বলেন যে, এই স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, ফেলিস্তিনে বাহাই কেন্দ্র কোথায়—যেখানে 'খোদার প্রতাপ' প্রবেশ করিয়াছিল? বাহাউল্লাহ্ যে 'কেন্দ্র' নির্মিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন—যাহার তিনি অনেক বিবরণ দিয়াছিলেন, বাহাইগণ এখনো উহা নির্মাণ করে নাই। পত্র লিখক কি কোন স্থানের নাম বলিতে পারেন, যেখানে বাহাইদের প্রতিশ্রুত গৃহ আছে?

[সাত]

বাহাউল্লাহ্ ও তাঁহার পরিবার কয়েক বার নির্বাসিত হওয়া এবং অবশেষ ফেলিস্তিনস্থ 'কয়েদী উনিবেশ' (Penal Colony) 'আক্কায়' নির্বাসিত হইয়া কায়েদী স্বরূপে ফেলিস্তিনে নীত হওয়ায় যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে :—

১। "আর সেই দিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইবে, যাহা যিরূশালেমের সম্মুখে পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।" ['সখরিয়া,' ১৪ : ৪]

২। "শারোণ মেষপালের খোঁয়ার হইবে, এবং আখোর ['আক্কা'] তলভূমি গোপালের শয়ন স্থান হইবে।" ['যিশাইয়' ৬৫-১০]

"আশাদ্বার বলিয়া আখোর তল-ভুমি।" ['হোশেয়', ২ ঃ ১৫]

৩। "সেই দিন তোমার কাছে লোকেরা আসিবে, অশূর হইতেও মিসরের নগর-সমূহ হইতে, মিসর হইতে [ফৈরাত] নদী পর্য্যন্ত, আর সমুদ্র হইতে সমুদ্র, এবং পর্ব্বত [হইতে] পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিবে।" ['মীখা,' ৭ ঃ ১২]

'অশূর'—তেহরানে 'বাহাউল্লাহ্' প্রথম প্রকাশিত হন। ইহা প্রাচীন অশূরের অন্তর্গত ইরাণের এই অংশে অবস্থিত।

'নদী'—রিদওয়ানে বাগানের নিকটস্থ ফুরাত (Euphrates) নদী।

'নগর সমূহ'—কন্সটান্টিনোপল, আদ্রিয়ানোপল, আক্কা-সহর, যেখানে থাকার বাহাউল্লাহ্‌কে দেশান্তর দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

'সমুদ্র হইতে সমুদ্র'—কৃষ্ণ সাগর, ইজিয়ন সাগর, ভূমধ্য সাগর।

'পর্ব্বত (হইতে) পর্ব্বত পর্য্যন্ত—সুলায়মানিয়া টুরাস পর্বত মালা হইয়া কারমেল পাহাড়ে।

৪। "কেননা সে রাজা হইবার জন্য কারাগার হইতে নির্গত হইয়াছিল।" ['উপদেষক', ৪ ঃ ১৪]

৫। "আমি সূর্য্যের নীচে বিহার-কারী সমস্ত প্রাণীকে দেখিলাম, তাহারা সেই যুবকের, যে দ্বিতীয় ব্যক্তি উহার স্থানে উঠিল, তাহার সঙ্গী।" ['উপদেশক, ৪ ঃ১৫]

কারাগার হইতে 'বাহাউল্লাহ্' পৃথিবীর অধিপতিগণকে তাঁহার ব্যক্তিগত বার্তা পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক ঐক্যবদ্ধ এক বিশ্বের জন্য ঐশী পরিকল্পনার অন্বেষণ করিতে উপদেশ দেন এবং এই প্রকারে রাজন্যবর্গকে ঐশীবাণী প্রকাশকের সহিত যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়।

বিচার

এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রতিটিই আমরা পৃথক বিচার করিব ঃ—

১ ইহাও একটি উক্তি মাত্র, যাহার সহিত কোনই যুক্তি নাই। সমগ্র ভবিষ্যদ্বাণীটি একত্রে পাঠ করিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, যারুশালিম ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে ইহা করা হইয়াছিল! ভবিষ্যদ্বাণী এই প্রকারে আরম্ভ করা হয় ঃ—

"দেখ, সদা প্রভুর এক দিন আসিতেছে; সেই দিন তোমার মধ্যে তোমার সম্পত্তি লুট হইয়া বিভক্ত হইবে। কারণ আমি সমুদয় জাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালমের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল গৃহের দ্রব্য লুটিত, ও স্ত্রীলোকেরা বলাৎকৃত হইবে এবং নগরের অর্দ্ধেক

লোক নির্ব্বাসনে যাইবে *** ['সখরিয়,' ১৪ : ১-২] ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ বাক্য এই :—

"হাঁ, তোমরা পলায়ন করিবে, যেমন যিহুদা রাজ উষিয়ের সময়ে ভূমিকম্পের সম্মুখ হইতে পলায়ণ করিয়াছিলে ; ***" ('সখরিয়,' ১৪ : ৫)।

এই বিবরণ 'বাব' কিংবা 'বাহাউল্লাহর' সহিত খাপ খায় না। তাঁহারা যিরূশালেম ধ্বংস করেন নাই। যিরূশালেমের গৃহগুলি লুণ্ঠন করেন নাই এবং 'বাব' বা 'বাহাউল্লহের' সময় যিহুদা রাজ উষিয়ের সময়ে পালয়নের ন্যায় যিরূশালিম অধিবাসীগণ পলায়ণ করে নাই। পক্ষান্তরে, ইস্রায়েল জাতি ফেলিস্তিনে পুনরায় একত্রিত হইতেছে এবং এই দেশে তাহাদের একটি রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে।

২। ইহা একটি শূন্য দাবী মাত্র। ইহার কোনই সাক্ষ্য নাই। 'বাবা' বা 'বাহউল্লাহর' কোন পাল ছিল না যে 'আখোর' (Achor) তল-ভূমি উহাদের শরণ স্থান হইতে পারিত। 'বাব' কিংব 'বহাউল্লাহর' প্রতি আরোপিত হইতে পারে—তাঁহাদের এমন কোনই মহ-ক্রিয়া নাই, যাহার প্রশংসার গীত যিরূশালিম গহিতে পারে। সত্য কথা এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সল্লামের আগমন সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ঘোষণা করিতেছে যে, তাঁহার আগমনে যিরূশালিমের সুদিন ফিরিয়া আসিবে। যিরূশালিম তাহার যুবা কালের ন্যায় আবার গাণ গাহিবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাইবেলে সর্বদা 'যিরূশালিম' স্ত্রী লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। ['যির্মিয়', ১২ : ৭] এই ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে সফল হইয়াছে। রসুল করীম সাল্লাল্লহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের পাল সমূহ 'আখোর তল-ভূমিতে' অবস্থান করেন। ঐ পবিত্রগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী সিরিয়া ও পেলেষ্টাইনে রাজত্ব করেন এবং উহাদের নানা অংশ তাঁহারা আপন ব্যবহারাধীনে রাখিয়াছিলেন। হীব্রু ভাষায় 'আখোর' অর্থ 'বেদনা', অর্থাৎ যিরূশালিম প্রথমে দুঃখ ভোগ করিবে। সেই দুঃখের দিনগুলি পরে সুখের হইবে।

৩। 'অশূর' তেহরাণকে বুঝায় না। তথাপি যদি কোন 'বাহাই' মনে করে যে ইরান ইহাই অর্থ, তবে আমরা বলিয়া দিতেছি যে তেহরাণ কখনো 'বাব' কিংবা 'বাহাউল্লাহর' কেন্দ্র ছিল না। তাঁহাদের কর্ম-ক্ষেত্র ইরাণের আশপাশে ছিল। পরে তাঁহাদের কেন্দ্র বাগদাদ ও বিহজাতে স্থানান্তরিত হয়। ইরাণ ও পারস্য বাইবেলে অন্য নামে অভিহিত হইয়াছে এবং উহা হইতেছে 'এলাম'। 'এলাম' এবং অশূর সর্বদা একটি হইতে অন্যটি পৃথক করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যিশাইয়,' ১ : ১১ পদে আছে :—

"আর সেই দিন ইহা ঘটিবে, প্রভু আপন প্রজাগণের অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করিবেন, অর্থাৎ অশূর হইতে মিসর হইতে পথ্রোশ হইতে, কূশ হইতে, এলম হইতে, শিনিয়র হইতে, হমাৎ হইতে ও সমুদ্রের উপকূল সমূহ হইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে আনিবেন।"

এই উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে, মিসর ও অশূর একত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু অশূরকে কখনো ইরাণ বলিয়া ভ্রম করা হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী আহ্‌মদীয়া সিল্‌সিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহে সালামের প্রতি প্রয়োগ হয়। শুধু তাঁহারই সহিত মানুষ অশূর, মিসর, সমুদ্রস্থ দ্বীপ সমূহ[১] হইতে, এক কথায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছিল। সিলসিলার মরকয (কেন্দ্র) সাময়িক ভাবে 'রাবওয়াহ্' স্থানান্তরিত হওয়ার পরও ইস্‌লাম ও আহ্‌মদিয়ত শিক্ষার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যথা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মেনী, চীন, ইন্দোনিসিয়া, সুদান, আবসিনিয়া প্রভৃতি হইতে এখানে আসিয়াছে। তাহারা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাহেস সালামের আধ্যাত্মিক প্রভাব গ্রহণার্থে উপস্থিত হইয়াছে। বাহাইদের কোন কেন্দ্র আছে কি, যেখানে মানুষ 'বাব' কিংবা 'বাহাউল্লাহ্‌র' আধ্যাত্মিক আলোক গ্রহণার্থে সমবেত হয়?

ইহা বলা প্রয়োজন যে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ অশূর 'হইতে' আসিবে 'অশূর আসিবার' কথা নাই। যদি 'অশূর' কোন বাহাইর জেদ বশতঃ তেহরাণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝায় এবং আমরা ধরিয়া নেই যে, 'বাব' কিংবা 'বাহাউল্লাহ্‌র' কোন কেন্দ্র তেহরাণে ছিল, তবু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না। যদি ধরা হয় যে, 'অশূর' তেহরাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে—আমাদের মতে ঠিক ইহা নয়—তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে শুধু এইটুক বলা হইয়াছে যে, মানুষ 'তেহরাণ হইতে' আসিবে।

৪। এই দাবী সম্পূর্ণ কল্পনা মাত্র। বাইবেলের ভাষ্যকারগণ ইহাকে হযরত ইউসুফ নবীর প্রতি প্রয়োগ করেন। হযরত ইউসুফ আলাইহেস্ সালামই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাজ পদে সমাসীন হন এবং হযরত ইউসুফ রাজার উপর কতৃত্ব করিতে থাকেন। এজন্য আমরা 'উপদেশক' ৪ : ১৩ পদে পাঠ করি :—

"যে হীন বুদ্ধি রাজা আর কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার অপেক্ষা বরং দরিদ্র জ্ঞানবান যুবক ভাল।"

তারপর, যদি আমরা 'উপদেশক' হইতে উদ্ধৃত বাক্যকে 'ভবিষ্যদ্বাণী' বলিয়া ধরিয় নিয়াও ঐতিহাসিক দিক হইতে বিবেচনা করি, তবে

১। ইংরাজী বাইবেল (Revised Version)-এ আছে "Islands of the sea"— সঃ আঃ।

এই ভবিষ্যদ্বাণী রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি প্রযোজ্য। তিনিই 'শবাবে-তালিবে' তিন বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন। অবরোধ-মুক্ত হইয়া তিনিই বিজয় লাভ করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্রপতিত্ব তাঁহার জন্য অপেক্ষা থাকে। আবু জাহ্ল ও অন্যান্য শত্রুগণ পরাজিত হয়। ইতিহাসের দিগ হইতে বিবেচনা করিলে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ঘটনাবলী হয় তো রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলইহেস্ ও সালামের কিংবা ইউসুফ আলাইহেস্ সালামের সহিত মিশে। ইহা না করিয়া ইহার পরিবর্তে বাহাউল্লাহ্র প্রতি আরোপ করার বিরুদ্ধে আমাদের প্রবল যুক্তি আছে।

[আট]

কোরআন করীম কি শেষ শরীয়ত হওয়ার দবী করে? বার জন শিয়া ইমাম সম্বন্ধে সঠিক মত কি?

মীমাংসা

কোরআন শরীফে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে :—

ان الدين عند الله الاسلام
(العمران ع ۱)

"আল্লাহ্-তা'লার নিকট এক মাত্র ধর্ম হইতেছে ইস্লাম।" (৩ : ২০)

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, কোরআন করীম অনুসারে ইস্লাম আল্লাহ্-তা'লার অনন্ত কাল স্থায়ী ধর্ম। আয়েতটি 'বিশেষ্য বাচক' বাক্য ('জুম্লা-ইস্মিয়া'), যাহা স্থায়িত্ব প্রকাশক। তারপর, কোরআন করীমে বর্ণিত বিধান সর্বাঙ্গীন ও সর্ব-ব্যাপক। ইহার হেফাজতেরও প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। কোরআন করীমে বলা হইয়াছে :—

انا نحن نزلنا الذكر و انا له
لحافظون - (حجر ع ۱)

"আমরাই এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং আমরাই ইহার হেফাজত করিব।" (১৫ : ১০)

খোদা-তা'লা কোরআন করীমের অবতরণ তাঁহার নিজের প্রতি আরোপ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনিই ইহার রক্ষাকারী এবং এই জন্য কোরআন সর্বাঙ্গীন ঐশী-গ্রন্থ ও আল্লাহ্-তা'লা কর্তৃক সুরক্ষিত। একটি সর্বাঙ্গীন শরীয়ত (বিধান) সর্বদা ঐশী হেফাজতে আছে বলিয়া কখনো রহিত হইতে পারে না, বা অন্য বিধান ইহার স্থান অধিকার করিতেও পারে না।

শিয়াদের ১২ ইমাম, আমাদের মতে, সাধু ও ধর্মিক পুরুষ ছিলেন। অন্যান্য ইমামগণের ন্যায় তাঁহারা সমস্ত মুসলমানের শ্রদ্ধেয়। ইমামগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব সময়ে

ইস্‌লামের সেবা করিয়াছেন। আমরা কখনো শিয়াদের এই মত সমর্থন করি না যে, ১২ ইমাম নিষ্পাপ ছিলেন এবং আমরা ইহাও স্বীকার করি না যে তাঁহারা ইস্‌লামী শরীয়তের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই শেষ এবং 'অহীর' ন্যায় অবশ্য-মান্য।

নাযের. বায়তুল্‌-মালের আবেদন

জানাব সেক্রেটারী মাল ও প্রেসিডেন্ট সাহেবান, জমাতে আহ্‌মদীয়া :—

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

চলিত মালী সনের ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ষন্মাসিক হিসাবের অনুপাতে এখনো লাজেমী চাঁদা', অর্থাৎ 'জাকাৎ, 'চাঁদা আম,' 'হিস্যায় আমদ' ও 'জলসা সালানা' বাবত অনেক কম চাঁদা আদায় হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতেই এই সকল চাঁদা আদায়ের জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক বৎসরই প্রথম ছয় মাস হইতে পরবর্তী ছয় মাসে অধিকতর চাঁদা আদায় হইয়া থাকে এবং বৎসরের শেষ পর্যন্ত বজেট অনুযায়ী চাঁদা আদায় হইয়া যায়। যদিও গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে আদায়ের তুলনায় এ বৎসর চাঁদার আদায় অপেক্ষাকৃত ভাল, তথাপি যে গতিতে চাঁদা আদায় হইতেছে তৎ-দৃষ্টে সঠিক বলা যায় না যে বৎসরের শেষ পর্যন্ত বজেট অনুযায়ী সকল চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় হইয়া যাইবে।

তুলনা স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিগত বৎসর উল্লিখিত চাঁদার ('চাঁদা আম,' 'হিস্যায় আমদ' ও 'জলসা সালানা') মোট বজেট—১৪,৪৮০০০৲ চৌদ্দ লক্ষ আট চল্লিশ হাজার টাকা ছিল এবং প্রথম ছয় মাসে মোট আদায় ৬,০৯,২১১৲ ছয় লক্ষ নয় হাজারের অধিক ছিল এবং পূর্ণ বৎসরের মোট আদায় ১৪,৯১,০৬১৲ চৌদ্দ লক্ষ নিরানব্বই হাজারের অধিক, অর্থাৎ নির্ধারিত বাজেট হইতে চাঁদার আদায় ৪৪,০৬৫ চুয়াল্লিশ হাজারের উর্ধে ছিল।

কিন্তু এ বৎসর প্রথম ছয় মাসের আদায় ৬,৭১,৭৩৲ ছয় লক্ষ একাত্তর হাজারের উর্ধে। এই অনুপাতে বৎসরের শেষ পর্যন্ত ১৬,৪৫,০০০ ষোল লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আদায় হইলেও বাজেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় হইবে না। কারণ এ বৎসর 'চাদায় আম,' 'হিস্যায় আমদ' এবং 'জলসা সালানা' বাবত মোট বাজেট মবলগ ১৭,৩৩,০০০৲ সতের লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা ধার্য আছে। সুতরাং, আশঙ্কা আছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের নির্ধারিত বাজেট হইতে অন্ততঃ ৮৮,০০০৲ অষ্টাশি হাজার টাকা কম আদায় না হয়।

এই আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণের একই উপায় মাত্র এই যে, প্রত্যেক স্থানীয় জমাত বাকী ছয় মাসে বিগত বৎসরের পরবর্তী মাসের তুলনায় অধিকতর প্রচেষ্টা করিতে যত্নবান হয়। ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে পর্যন্ত হযরত আমীরুল্-মুমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্ আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা বেনাসরিহিল্ আযীযের আদেশ অনুযায়ী আমাদের 'লাযেমী চাঁদার' আদায় পঁচিশ লক্ষ টাকাতে পরিণত না হয়, সে পর্যন্ত আমাদিগকে অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের বাৎসরিক আদায়কৃত চাঁদা হজুরের উল্লেখিত আদেশ দৃষ্টে এখনো অনেক কম। প্রকৃতপক্ষে এই পঁচিশ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায়ের নির্দেশ আমাদের ইমান ও এখ্লাসের পরীক্ষা স্বরূপ। এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমারা কেবল মাত্র নির্ধারিত বজেট অনুযায়ীই সম্পূর্ণ চাঁদা আদায় করি, (ইহার জন্যও এবার অত্যধিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে); বরং বজেট পঁচিশ লক্ষ টাকাতে পরিণত করিবার বিহিত চেষ্টা করাই আমাদের বিশেষ কর্তব্য। এই জন্য স্থানীয় জমাতের প্রত্যেক উপার্জনশীল ব্যক্তিকেই বজেটের অন্তর্ভূত করা কর্তব্য। কেন্দ্রীয় আঞ্জোমন হইতে কম হারে চাঁদা আদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত মেম্বারগণ ব্যতীত, বাকী প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃত আয় ও পূর্ণ হারে চাঁদা ধার্য করা কর্তব্য।

সুতরাং অত্র 'নাজারতে বয়তুল্-মাল' স্থানীয় জমাত সমূহের সেক্রেটারী মাল, প্রেসিডেন্ট ও আমীর সাহেবগণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা ক্রমেই বাড়াইতে থাকেন, যাহাতে হযরত আমীরুল্ মুমেনীন আইয়্যেদাহুল্লাহুর নির্দেশ মত পচিশ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করিবার সৌভাগ্য অর্জন ও খোদা-তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করেন। আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে সর্বতঃ কর্তব্য সম্পাদনের তৌফিক দিন। আমীন!

শিক্ষায় ইসলামের বাণী

—আয়েশা খানম চৌধুরী

'পড়ো' এই ঐশীবাণীটি কোরআন শরীফের প্রথম শব্দ। বিশ্ব-মুসলিম তথা বিশ্ব-মানবতার জন্য ইহা স্বর্গীয় নির্দেশ। 'পড়ো' শব্দের মধ্যে যে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা চিরন্তর। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত মানুষের জীবনে কোন প্রকার অগ্রগতি সম্ভব নহে। একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে তার সত্ত্বা উপলব্ধির জন্য সাহায্য করেছে, কর্তব্য নির্ধারণের সহায়ক হয়েছে, জীবন পথে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই প্রকৃতির শক্তির উপর প্রধান্য বিস্তার করেছে। জ্ঞানের মহিমায় মহিমান্বিত মানুষ আল্লার সৃষ্টির রহস্য বুঝতে পেরেছে এবং আল্লার নৈকট্য নৈকট্য লাভ করতে পেরেছে। তাই তো আল্লার প্রথম নির্দেশ 'পড়ো'। দুনিয়ার দিকে তাকালে আমরা এই সত্যকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবো? জ্ঞানে, বিজ্ঞানে যারা শীর্ষ স্থানীয়, রাষ্ট্রিয় ও অন্যান্য ক্ষমতায় তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই তো আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, "পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয—অপরিহার্য কর্তব্য"। এই নির্দেশ উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হওয়ার চরম ফল বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের দূর্গত দুঃস্থ অবস্থা নয় কি? জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। তাও আমাদের নবীর দৃষ্টি এড়ায় নেই। সুদূর চীনদেশ তখন জ্ঞান সাধনায় সমুন্নত ছিল না, তবু তিনি বলে-ছিলেন, "জ্ঞান আহরণ কর, যদিও তা চীনে থাকে।" তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যে আরও বলেছেন :—

১। এক ঘণ্টার জ্ঞান চর্চা এক বছরের এবা-দতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

২। শিক্ষা কাল দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।

৩। শিক্ষার্থীর কালি শহীদের রক্তের চেয়ে অধিকতর ভারী।

৪। মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী উপদেশ প্রদান কর, কারণ সকলকে সব কথা বল্লে কতক লোক তা বুঝতে পারে না —তারা ভ্রমে পতিত হয়।

৫। যে জ্ঞান অর্জনের জন্য বাড়ী হইতে বহির্গত হয়, সে আল্লার পথে বিচরণ করে।

৬। যে ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান অন্বেষণে বহির্গত হয়, আল্লাহ্ তাদের জন্য শান্তির প্রাসাদে উচ্চাসন নির্দিষ্ট করেন। তাদের প্রতিটি

পদক্ষেপ রহমতে পরিপূর্ণ; প্রত্যেকটি পাঠের জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে।

৭। জ্ঞানীর বাণী শুনা, বিজ্ঞানের পাঠগুলি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা—ধর্মীয় অনুশীলনের চেয়ে মহত্তর।

৮। মরু ভূমিতে জ্ঞান আমাদের বন্ধু; নির্জনে সমাজ, বন্ধু বিহীন অবস্থায় সংগী।

৯। জ্ঞান আমাদিগকে সুখের পথে চালিত করে, দুঃখে ধৈর্যশীল করে।

১০। বন্ধু মহলে জ্ঞান অলংঙ্কার, শত্রুর বিরুদ্ধে উহা বর্ম।

১১। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লার বান্দা মহত্বের চরমে উন্নীত হয়, উচ্চাসন প্রাপ্ত হয়, দুনিয়ার রাজন্যবর্গের সাহচর্য লাভ করে, পরকালের চরম সুখের জন্য পূর্ণতা অর্জন করে।

১২। জ্ঞান অর্জনে করো। কারণ আল্লার পথে জ্ঞান অর্জন করা পূণ্য কাজ। যে জ্ঞানের কথা বলে, সে আল্লার প্রশংসা করে। যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লার এবাদত করে। যে জ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে, সে দান করে। যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়, সে আল্লার আরধনা করে।

১৩। যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকেই সম্মান করে।

১৪। জ্ঞান মানুষকে কি নিষিদ্ধ, আর কি নিষিদ্ধ নয়—তা বুঝতে সাহায্য করে। জ্ঞান বেহেশ্‌তের পথ আলোকিত করে।

১৫। জ্ঞানের অন্বেষণে মত্ত যারা, তারাই পৃথিবীর অধিকারী হয় এবং বেহেশ্‌তের মঙ্গল আশীষ তাদের উপর বর্ষিত হবে।

শিক্ষার জন্য এমন বাণী আর কোন ধর্ম প্রচারক দেন নাই। কিন্তু যে জাতীর জন্য এই বাণী প্রচার করা হয়েছে, সেই জাতি কতটুকু তা পালন করে থাকে? আজ প্রত্যেক মুস্‌লিম নর-নারীর উচিত, তারা নবীর এই নির্দেশ পালন করে, যাতে ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে উন্নতি করে এবং বিশ্বে শীর্ষ স্থান অধিকার করে।

পূর্ব-পাকিস্তান

মজলিসে খোদ্দামুল্-আহ্মদীয়ার

প্রথম সালানা ইজ্তেমা

ব্রহ্মণবাড়ীয়ায় ৪ঠা ও ৫ই নবেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান মজলিসে খোদ্দামুল্ আহ্মদীয়ার 'প্রথম সালানা ইজতেমা' আল্লাহ্-তা'লার ফযলে বিশেষ সমারোহে ও সাফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতেই খোদ্দামগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী শিক্ষায়তনে পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সুপরিচিত 'রিপাবলিকান স্কোয়ার' প্রকাশ 'লোনাথ-ট্যাঙ্কের' পাড়ে দশটি তাঁবু খাটাইয়া খোদ্দাম ও আৎফালগণ তাঁহাদের 'প্রথম সালানা ইজ্তেমা' পালন করেন। কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল্ আহ্মদীয়ার 'সদর'—হযরত মীর্যা রফি আহ্মদ সাহেব সাল্লামাহুল্লাহু-তা'লা রাবওয়া হইতে শুভাগমন পূর্বক ইজ্তেমায় যোগদান করেন। প্রাদেশিক আমীর সাহেবও শুভাগমন করেন।

অবিভক্ত বাঙলার সময় হইতেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জমাতই সর্ব বৃহৎ ও সর্ব প্রথম জমাত। এই জামাত ১৯১২ সনে মরহুম মৌলানা হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব রাযি আল্লাহু আন্হু ১৯১২ সনে সেল্সেলা আহ্মদীয়ায় যোগদান করার সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হয়, যদিও বাঙলায় মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সময়েই কোন কোন মহাপ্রাণ এই সেল্সেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব প্রথম প্রাদেশিক সালনা জলসা ১৯১৭ সনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫০—'৫১ সন পর্যন্ত এখানে প্রাদেশিক আঞ্জুমান আহ্মদীয়ার প্রত্যেক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। প্রদেশের সর্ব স্থান হইতে আহ্মদী ডেলিগেটগণ এখানে প্রতি বৎসর সমবেত হইতেন। আল্-হাম্দু-লিল্লাহ্, খোদ্দামুল্ আহ্মদীয়ার 'প্রথম সলানা ইজ্তেমার' শুভ অনুষ্ঠানও এখানেই হইয়াছে। আল্লাহ্-তা'লা ইহাকে সর্বতোভাবে কল্যাণময় করুন এবং ইহার আশীষ সর্বত্র সুদূর কাল ব্যাপী দীর্ঘ প্রসারিত হউক। আমীন।

—

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পুর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar*